সর্বদলীয় বৈঠকে এস ইউ সি আই কেন যোগদান করছে না

(ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক শ্রী অশোক ঘোষের চিঠির উত্তরে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক প্রভাস ঘোষের চিঠি)

শ্রী অশোক ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক
সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক, বাংলা কমিটি
মহাশয়,

২৪শে মে সর্বদলীয় বৈঠক সম্পর্কে আপনার চিঠি ২২শেমে পেয়েছি। আপনার নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, গত ১০ই মে আপনি যখন টেলিফোনে আমাদের দলকে সম্ভাব্য এই বৈঠক সম্পর্কে জানিয়েছিলেন, তখন আমরা এ বিষয়ে কয়েকটি পয়েন্ট তুলেছিলাম। আপনাকে বলেছিলাম, প্রথমতঃ, যে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে নন্দীগ্রামের জনগণ লড়াই করছেন, তাদের প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে এই ধরনের বৈঠক অর্থহীন। কারন, নন্দীগ্রামে উদ্ভুত সমস্যার একদিকে রয়েছে আক্রমণকারী ক্ষমতাসীন সরকারী দল সি পি এম, অন্যদিকে নন্দীগ্রামের জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি। এই অবস্থায় নন্দীগ্রাম সম্পর্কিত বৈঠকে যেখানে সি পি এমের প্রতিনিধি থাকবে, অথচ ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির কোন প্রতিনিধি থাকবে না, সেখানে সেই বৈঠকের কি মানে দাঁড়াবে। দ্বিতীয়তঃ, সকলেই জানেন, নন্দীগ্রামের কৃষক আন্দোলন দমনে সি পি এম নেতৃত্ব ও রাজ্য সরকার নানা জেলা থেকে সশস্ত্র ক্রিমিনাল বাহিনী ও ব্যাপক পুলিশ বাহিনী জড় করে বারবার নৃশংস ফ্যাসিষ্ট হামলা চালিয়েছে, ৭ই জানুয়ারী ৩জনকে খুন করেছে, পুনরায় ১৪ই মার্চ পুলিশ বাহিনী ও পুলিশের পোষাক পরা ক্রিমিনালরা নির্বিচারে গুলি চালিয়ে বহু হতাহত করেছে, ব্যাপক গণধর্ষণ করেছে। এই গণহত্যা ও গণধর্ষণের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে পুলিশকে আত্মরক্ষার্থে গুলি চালাতে হয়েছে বলে দাবি করেন এবং পরে রাজ্যে ও বাইরে প্রবল ধিক্কার ও তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়ে অতি নাটকীয় ঢংয়ে বলেন, 'আমার ভুল হয়েছে, আমিই দায় নিলাম'। কিন্তু রাজ্য প্রশাসন এখন পর্যন্ত গণহত্যাকারী ও ধর্ষণকারীদের শাস্তি দেওয়া ত দূরের কথা কোন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার পর্য্যন্ত করে নি। এসবের ফলে শুধু নন্দীগ্রামবাসীদের কাছেই নয়, সমগ্র রাজ্যের জনগণের কাছেই সি পি এম নেতৃত্ব ও রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। এ অবস্থায় আমরা আপনাকে বলেছিলাম ঃ প্রথমে ১। খুন ও ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে হবে; ২। যেসব পুলিশ অফিসারের নির্দেশে ও উপস্থিতিতে এই হত্যা ও ধর্ষণ সংগঠিত হয়েছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে; ৩। নন্দীগ্রাম সীমান্তে খেজুরিতে ক্রিমিনালদের রাখার জন্য যেসব ক্যাম্প করা হয়েছে এবং যেখান থেকে প্রায়ই বোমা ও গুলিবর্ষণ চলছে, সেই বোমা ও গুলিবর্ষণ বন্ধ করতে হবে এবং ক্যাম্পগুলি তুলে দিতে হবে; ৪। আন্দোলনকারীদের উপর সমস্ত সাজানো কেস প্রত্যাহার করতে হবে; ৫। আহতদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে; ৬। নিহত ও আহত পরিবারদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এগুলি নাহলে কোন বৈঠক ফলপ্রসু হতে পারে না।

আপনি বলেছিলেন বৈঠকে সব দলই যেকোন বিষয় তুলতে পারবে এবং আলোচনা করতে পারবে। তার উত্তরে আমরা বলেছিলাম, পাড়ার কেউ খুন বা ধর্ষিতা হলে পুলিশ কি আগে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে, নাকি সর্বদলীয় বৈঠকের জন্য অপেক্ষা করে? ফলে বৈঠকের আগে এগুলি যাতে কার্যকরী হয়, সেটা দেখা আবশ্যিক।

কিন্তু আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করলাম, এই ব্যবস্থাগুলি কার্য্যকরী না করেই এবং ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটিকে না ডেকেই এই বৈঠক হচ্ছে। এই বৈঠকে আন্দোলনে যুক্ত কিন্তু বিধানসভায় নেই এমন সমস্ত দল, সংগঠন ও আন্দোলনরত বুদ্ধিজীবী-শিল্পীদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ফলে প্রস্তাবিত এই বৈঠক রাজ্যবাসীকে খুবই হতাশ করেছে এবং নানা আশঙ্কাও সৃষ্টি করেছে। আশঙ্কাগুলি হচ্ছেঃ ১। যে সি পি এম নেতৃত্ব ও রাজ্য সরকার নন্দীগ্রামে, পশ্চিমবাংলায় ও সমগ্র দেশে জনগণের আদালতে গণহত্যা ও গণধর্ষণ সংগঠিত করার অপরাধে অভিযুক্ত ও ধিক্কৃত, পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই বৈঠকের দ্বারা তাদের 'নন্দীগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী' এভাবে নিজেদের ভাবমুর্তি উপস্থিত করার উদ্যোগকে কার্যত সাহায্য করে দেওয়া হবে। উপরন্তু এর দ্বারা আক্রমণকারী ও আক্রান্ত, খুন-ধর্ষণে অভিযুক্ত ও নিহত-আহত ও ধর্ষিতাদের এক স্তরে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। ২। যদিও কোর্ট নির্দেশ দেয়নি যে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা যাবে না, তবুও এইসব বৈঠকের নামে কালহরণ করে, বিচারাধীন আছে এই অজুহাত তুলে এবং প্রশাসনিক তদন্তের রিপোর্টের দোহাই দিয়ে সমস্ত অপরাধকে ধামাচাপা দেওয়া হবে এবং অপরাধীদের বাঁচিয়ে দেওয়া হবে, যা এরাজ্যে সি পি এম ক্রিমিনালদের ক্ষেত্রে রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৩। নন্দীগ্রামবাসী বিগত কয়েক মাস আক্রমণকারী পুলিশবাহিনী এবং তার সাথে সি পি এম ক্রিমিনালবাহিনীর নন্দীগ্রামে ঢোকা

বুকের রক্ত ঢেলে ও জীবন দিয়ে প্রতিরোধ করেছে। সেখানে গণঅন্দোলনের শক্তি ও নৈতিকতা এত শক্তিশালী যে কেউ বলতে পারবেনা নন্দীগ্রামে আইন শৃঙ্খলা বিপন্ন হচ্ছে, যেটা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা বা থানাতে মজুদ পুলিশ বাহিনী থাকা সত্বেওবলা চলে না। এই অবস্থায় যেসব সি পি এম-এর খুনি ও ধর্ষণকারী ক্রিমিনালরা ১৪ই মার্চের পর জনরোষের ভয়ে সপরিবারে পালিয়ে গেছে, ঘরছাড়াদের ফেরানোর নামে সেইসব অপরাধীদের ঢুকিয়ে আবারও সন্ত্রাস করানো হবে, যদিও শুধুমাত্রঅভিযুক্তরা ছাড়া তাদের পরিজনদের সবাইকে ফিরে আসার জন্য আন্দোলনকারীরা আহ্বান করেছেন এবং নিরাপদে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন এবং অনেকে ফিরেও এসেছেন। কিন্তু তা সত্বেও 'ঘরছাড়া' ইস্যু খাড়া করে ও জিইয়ে রেখে সি পি এম নেতৃত্ব জনমনে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করে নতুন আক্রমণের ছক কষছে। এই বৈঠককেও সি পি এম সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে নিশ্চিত করে বলা যায়।

এ অবস্থায় এই তথাকথিত 'শান্তি বৈঠকে' যোগ দিয়ে আমাদের দল এস ইউ সি আই অত্যচারিত নন্দীগ্রামবাসী, পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এবং বিশেষত নন্দীগ্রামে নিহত-আহতদের পরিজন ও ধর্ষিতা মা-বোনদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। তাই আমরা এই বৈঠকে যোগ দিচ্ছি না। দেশিবিদেশি ইন্ড্রাস্টিয়াল হাউসের কাছে আমাদের দলের কোন দায়বদ্ধতা নেই যে তাদের চাপে এভাবে জনস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে এই বৈঠকে যোগ দিতে হবে। প্রসঙ্গত বলা দরকার, কিভাবে এই বৈঠকের প্রস্তুতি হবে, কাদের ডাকা হবে, আলোচ্য বিষয় কি হবে এবং বৈঠক কবে হবে এসবই ঠিক করা হয়েছে তৃণমূল ও সি পি এম-এর সাথে আলোচনা করে এবং সিদ্ধান্ত অন্যদের জানানো হয়েছে এটা কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হত পারে না। সি পি এম ও তৃণমূল বিধানসভায় দুই প্রধান প্রতিপক্ষ হতে পারে, কিন্তু বাইরের গণআন্দোলনের নয়।

আপনি আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় কমরেড নীহার মুখার্জীর সমসাময়িক হিসাবে দীর্ঘদিন রাজনৈতিক আন্দোলনে আছেন। পাঁচ ও ছয়ের দশকে আপনারা একত্রে বহু গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন, আপনার আমন্ত্রণে না সাড়া দিতে পারা মানে আপনার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন নয়।

পরিশেষে আপনাকে জানাতে চাই, গত ৩০বছর ধরে এবং এবার সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে সি পি এম নেতৃত্ব নিরঙ্কুশ গদী রক্ষার তাগিদে যেভাবে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের সন্তুষ্ট করার জন্য ক্রমাগতজনবিরোধী কার্যকলাপ চালাচ্ছে, গণআন্দোলনকে পর্যুদস্ত করছে, বামপন্থাকে কলঙ্কিত করছে, ঔদ্ধত্যের সাথে জনমত ও বিরোধীদের অবজ্ঞা করছে সেটা খুবই বিপজ্জনক। আশা করি, আপনারা এসবের বিরুদ্ধে কার্যকরী ভূমিকা নেবেন।

অভিনন্দন সহ

প্রভাস ঘোষ

সম্পাদক

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

এস ইউ সি আই